রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.০১৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

২। জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ পৌষ ১৪২৪/০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

এন. এম. জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২০ পৌষ ১৪২৪ / ০৩ জানুয়ারি ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক ১৯৪২ সালের ৪ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া, তিনি আইন বিষয়েও এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব ছায়েদুল হক কর্মজীবনে দীর্ঘদিন আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কীর্তিমান আইনজীবী হিসাবে সুনামের সঙ্গে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে আইন পেশা পরিচালনা করেন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব ছায়েদুল হক ছাত্রাবস্থায়ই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আনুগত্য। ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলনে তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি একাত্তরে ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থিত লেম্বুছড়া প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বর্ষীয়ান প্রয়াত রাজনীতিবিদ জনাব ছায়েদুল হক মোট পাঁচবার মহান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ এবং সর্বশেষ ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে একই আসন থেকে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তিনি নির্বাচিত হন।

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, তিনি বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য, অর্থ, সরকারি তহবিল ও বিশেষ বিষয়সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি বর্তমান সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

জনাব ছায়েদুল হক দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনাব ছায়েদুল হকের ছিল নিবিড় সম্পৃক্ততা। বিশেষ করে তাঁর নির্বাচনী এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষানুরাগী এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক ছিলেন অমায়িক, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন মানুষ। তিনি সততা, আদর্শ ও নিষ্ঠার জন্য সর্বমহলে সুপরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন।

বিশিষ্ট এ নেতার মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত নিবেদিতপ্রাণ এক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd